ABDUR RAZZAQUE & ASSOCIATES

BARRISTERS & ADVOCATES
SUITE # 5/1, LEVEL-4 CITY HEART (4TH FLOOR)
67 NAYA PALTAN, DHAKA-1000, BANGLADESH
TEL: 88 02-58315700, 88 02-48314786
E-mail: barristerrazzaque@gmail.com/razzaque.associates@gmail.com

Our ref: ARA/FAM/05/2025 - 199 **Dated: May 25, 2025**

The Chairman
Bangladesh Small and Cottage Industries
Corporation (BSCIC)
398, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208

Dear Sir,

Re: Sending certified copies of the Order dated 30.10.2024 passed in F.M.A.T No. 506 of 2012 and Order dated 02.12.2024 passed in F.M.A. No. 111 of 2025 (arising out of F.M.A.T. No. 506 of 2012); A/C. Bengal Ceramic Industries Ltd.

Please refer to our earlier letters dated 03.11.2024 and 03.12.2024 on the subject matter.

We have collected certified copy of the order dated 30.10.2024 regarding restoration of F.M.A.T. No. 506 of 2012 and order dated 02.12.2024 regarding admission of F.M.A. No. 111 of 2025 arising out of F.M.A.T. No. 506 of 2012 and order of status quo status quo as to the possession and position of the Schedule Land measuring 1.64 acres situated in Rayerbazar, Dhaka and enclosed original copy of the same for your record and doing the needful.

Please note that the Hon'ble Court vide order dated 02.12.2024 also called for lower Court record of the case. The lower Court record is yet to receive by the section of the High Court Division. We are taking necessary steps for sending the requirement to the Court below for sending the file to the High Court Division. After receiving lower Court case file, the appeal will be ready for hearing by the High Court Division.

If you have any further query, please do not hesitate to contact us.

Thanking you.

Yours faithfully,

ABDUR RAZZAQUE & ASSOCIATES
City Heart, Suite # 5/1,(4th Floor), 67, Naya Paltan, Dhaka
Date 25/5/2025

(ASM Abdur Razzaque)
Barrister-at-Law

19-05-25 19-05-25 19-05-25 22-05-25 24-05-25

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION

(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)

Dated: The 30th day of October, 2024

Present:

Mr. Justice Sheikh Md. Zakir Hossain

And

Mr. Justice Aynun Nahar Siddiqua

F. M. A. T. NO. 506 OF 2012.

With

F.M.A NO. 111 of 2025.

In the matter of:

Being aggrieved by and dissatisfied with the Judgment and on Order dated 06.11.11 passed by the Artho Rin Adalat No. 4, Dhaka in Miscellaneous Case No. 25 of 2010.

And

In the matter of :

Chairman, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)

..... **Appellants**

-Versus-

Rupali Bank Limited, represented by Managing Director and others

..... **Respondents**

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

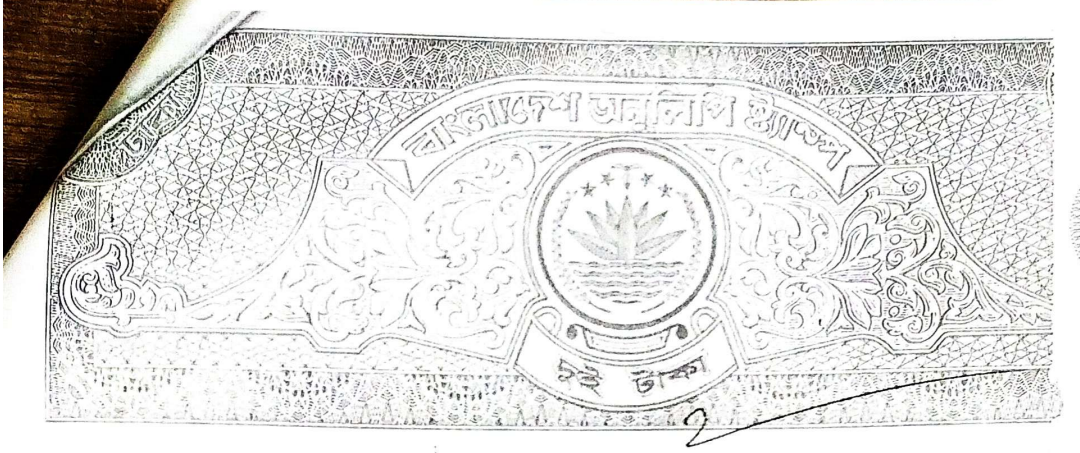

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

চার টাকা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

উপস্থিতঃ
বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন
এবং
বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকা

প্রথম বিবিধ আপীল টেন্ডার নং ৫০৬/২০১২

শিরোনামঃ
দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪১ নিয়ম ১৯ এর বিধানমতে আপীল পুনঃগ্রহণের (রি-এডমিশন) নিমিত্তে আবেদন।

পক্ষগণঃ
চেয়ারম্যান, বিএসসিআইসি
--- আপীলকারী-আবেদনকারী

- বনাম-

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড গং
--- প্রতিপক্ষ-অপরপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ
জনাব এ এসএম আব্দুর রাজ্জাক,
---- আপীলকারী-আবেদনকারীর পক্ষে

জনাব মোঃ মজিবুর রহমান
---প্রতিপক্ষ-অপরপক্ষগণের পক্ষে

আদেশের তারিখঃ ৩০/১০/২০২৪।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪১ রুল ১৯ এর বিধানমতে আপীল পুনঃগ্রহণের (রি-এডমিশন) নিমিত্তে আবেদন।

আপীলটি উদ্ভব হইয়াছে ঢাকার অর্থ ঋণ চতুর্থ আদালতে বিচারাধীন বিবিধ ২৫/২০১০ (পূর্ব নং ৩/২০০৮) মামলা, যাহা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ২১ নিয়ম ৫৮ তৎসঙ্গে অর্থঋণ আদালত আইনের ৩২ ধারার বিধান অনুযায়ী দাখিলকৃত এবং যাহা অর্থ জারী

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

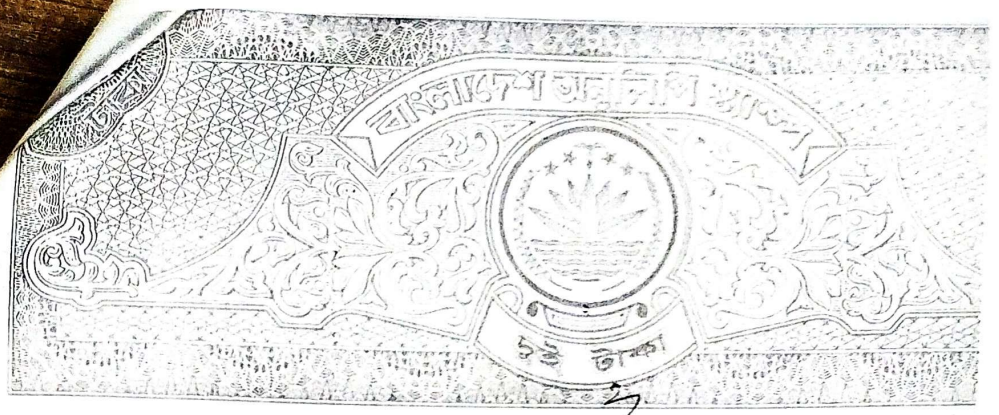

১৫০/২০০৬ নং মামলা এবং যাহা অর্থঋণ ১১/২০০৫ নং মামলা হইতে উদ্ভুত; তাহাতে প্রচারিত ০৬/১১/২০১১ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে যে আদেশে বিবিধ মোকদ্দমাটি না-মঞ্জুর করা হয়।

উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া আবেদনকারী-আপীলকারী হিসাবে অত্র আদালতে প্রথম বিবিধ আপীল মামলা দায়ের করেন। অধিকন্তু আপীলটি দায়েরের ক্ষেত্রে ১৩২ দিন বিলম্বের কারণে দেওয়ানী রুল ৬০২(কন)(এফএম)/২০১২ এর উদ্ভব হয়; যাহা বিগত ১৭/১১/২০১৫ তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হয় এবং বিবিধ আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে ১৩২ দিন তামাদি মওকুফ হয়। পরবর্তীতে আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার শুনানীর জন্য ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে বিজ্ঞ আদালতের সমীপে উপস্থাপন করা হইলে তাহা হাইকোর্ট রুলসের অনুচ্ছেদ ৫ এর ১৭ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ০২ বৎসর ১০ মাস পর উপস্থাপন করা হইয়াছে মর্মে আপীলটি অকার্যকর (ইনফ্রাকসুয়াস) মূল্যায়ণে খারিজ হয়।

আপীল পুনঃগ্রহণের আবেদনটি শুনানীকালে আবেদনকারী-আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আবেদনের সমর্থনে নিবেদন করেন যে, তামাদি মওকুফের নিমিত্তে জারীকৃত রুলটি ১৭/১১/২০১৫ তারিখে নিষ্পত্তি হয় কিন্তু প্রথম বিবিধ আপীল টেন্ডার তথা প্রথম বিবিধ আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে হাইকোর্ট রুলসের অনুচ্ছেদ ৫ এর ১৭

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

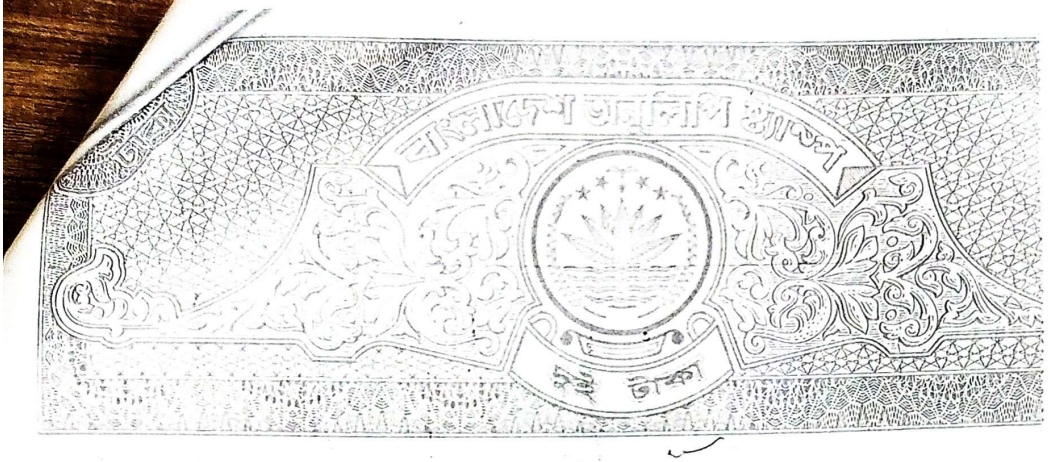

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
চার টাকা

নিয়মের বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে ৩০/৭/২০১৮ তারিখে যাহা প্রথম বিবিধ আপীল টেন্ডার ৫০৬/২০12 এর আদেশনামা অনুযায়ী দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, হাইকোর্ট রুলসের অনুচ্ছেদ ৫ এর ১৭ নিয়মের বিধান অনুযায়ী আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানীর জন্য বেধে দেওয়া ৩০(ত্রিশ) দিন সময়ের পূর্বেই আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষের অনুপস্থিতিতে ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে আপীলটি অকার্যকর মূল্যায়ণে খারিজ হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, বিবিধ আপীলটি যদিও ১৩/০৮/২০১৮ তারিখে দৈনিক কার্যতালিকায় মুদ্রিত ছিল কিন্তু ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে দৈনিক কার্যতালিকায় মুদ্রিত ছিল না; উক্ত দিন সম্পুরক কার্যতালিকায় (সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট) বিবিধ আপীলটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষের অনুপস্থিতিতে আপীলটি অকার্যকর মূল্যায়ণে খারিজ করা হয়। সার্বিক বিবেচনায়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত আদেশ রদ ও রহিতপূর্বক আপীলটি শুনানীর নিমিত্তে পুনঃগ্রহণের আবেদন মঞ্জুরের করার প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী পুনঃগ্রহণ শুনানীর জন্য দাখিলকৃত অত্র দরখাস্তটি দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধানমতে আরেকটি দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, অফিসিয়াল কর্ম পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় সমন্বয় না হওয়ার কারণে বিজ্ঞ আইনজীবী এতদিন

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

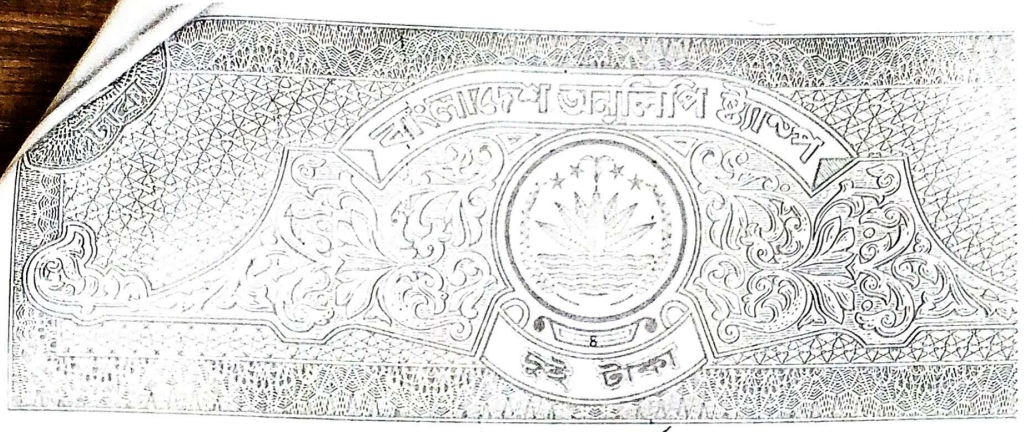

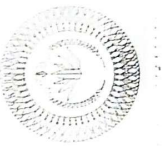

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
চার টাকা

কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা দরখাস্তের ৫ ও ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তটি দায়েরের ক্ষেত্রে ২০২৭ দিন তামাদি মওকুফের নিবেদন করেন।

অন্যদিকে অপরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন; যে, প্রথম বিবিধ আপীল দায়েরের পর ০২(দুই) বছর ১০(দশ) মাসের অধিক সময় আপীলকারী পক্ষ কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আপীলটি অকার্যকর মর্মে খারিজ হইয়াছে: যাহার বিরুদ্ধে উক্ত আদালতে আপীলের সুযোগ রহিয়াছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, আপীলটি ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে খারিজ হওয়ার পর দীর্ঘ ছয় বছর অতিবাহিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বিলম্বের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা আপীলকারী পক্ষ বর্ণনা করেন নাই। যেহেতু প্রথম বিবিধ আপীলটি দায়েরের ক্ষেত্রে ১৩২ দিন তামাদির জন্য রুল জারী হয় এবং রুলটি আপীলকারী পক্ষের উপস্থিতিতেই চূড়ান্ত হয়; সেহেতু আপীলটির বিষয়ে আপীলকারী পক্ষ অজ্ঞাত ছিলেন কিংবা তাহাদের অজ্ঞাতে আদেশ হইয়াছে তাহা সঠিক নয়। সার্বিক বিবেচনায়, বিজ্ঞ আইনজীবী পুনঃগ্রহণের আবেদনটি না-মঞ্জুর (ডিসমিসড) এবং তামাদির দরখাস্ত খারিজের (ডিসচার্জ) প্রার্থনা করেন।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

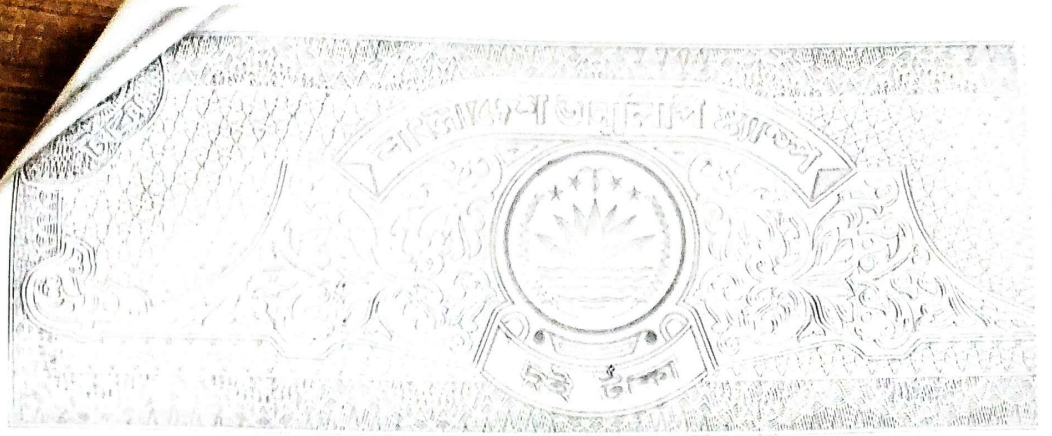

আমরা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণসহ, নথিতে সংরক্ষিত কাগজপত্র এবং দাখিলীয় আবেদনটি পর্যালোচনা করিলাম।

নথিদৃষ্টে লক্ষণীয় যে, ঢাকার অর্থ ঋণ চতুর্থ আদালতের ০৬/১১/২০১১ তারিখের রায় এবং আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী পক্ষ অত্র আদালতে প্রথম বিবিধ আপীল দায়ের করেন। যেখানে আপীলটি দায়েরের ক্ষেত্রে ১৩২ দিন তামাদির উপর দেওয়ানী রুল উদ্ভব যাহা বিগত ১৭/১১/২০১৫ তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত হয় এবং বিবিধ আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে ১৩২ দিন তামাদি মওকুফ হয়। পরবর্তীতে প্রথম বিবিধ আপীল টেভার তথা প্রথম বিবিধ আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে হাইকোর্ট রুলসের অনুচ্ছেদ ৫ এর ১৭ নিয়মের বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু হয় ৩০/৭/২০১৮ তারিখে। এক্ষেত্রে ১৭/১১/২০১৫ হইতে ৩০/৭/২০১৮ পর্যন্ত কার্যক্রমের দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আপীল শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর বর্তায়, যেখানে আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষের খোঁজখবর নেয়া ব্যতীত করণীয় কিছু থাকে না। পরবর্তীতে হাইকোর্ট রুলসের অনুচ্ছেদ ৫ এর ১৭ নিয়মের বিধান অনুযায়ী আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানীর জন্য বেধে দেওয়া ৩০(ত্রিশ) দিন সময়ের পূর্বেই আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষের অনুপস্থিতিতে ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে আপীলটি অকার্যকর মূল্যায়ণে খারিজ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে দৈনিক

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে ধিক্কার দিন"

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

চার টাকা

কার্যতালিকায় বিবিধ আপীলটি মুদ্রিত ছিল না; উক্ত দিন সম্পুরক কার্যতালিকায় (সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট) বিবিধ আপীলটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ০২নং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে আপীলটি অকার্যকর মূল্যায়ণে খারিজ করা হয় যেখানে আপীলকারী-আবেদনকারী পক্ষ উপস্থিত ছিলেন না। আপীলকারী-আবেদনকারী পক্ষকে সম্পুরক কার্যতালিকায় বিবিধ আপীলটি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি অবগত করা হইয়াছে এমন কোনো তথ্য তর্কিত আদেশে পরিলক্ষিত হয় না। অত্র আপীলটির কার্যক্রম শুরু হয় ৩০/৭/২০১৮ তারিখে সেক্ষেত্রে যেহেতু হাইকোর্ট রুলসের অনুচ্ছেদ ৫ এর ১৭ নিয়মের বিধান অনুযায়ী আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানীর জন্য বেধে দেওয়া ৩০(ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হয় নাই; সেহেতু আপীলটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পূরক কার্যতালিকা মুদ্রণ না করিয়া পরবর্তী তারিখ নির্ধারণপূর্বক আপীলটি নিষ্পত্তি করিলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া আপীলটি খারিজ করাতে আপীলকারী পক্ষ তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই যাহা ন্যায় বিচার ব্যাহত করিয়াছে। এক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪১ নিয়ম ১৯ এর বিধানমতে কোনো আপিল খারিজ হইলে তাহা পুনঃগ্রহণের আবেদন দাখিলের বিধান রহিয়াছে। তবে উক্ত আবেদন না-মঞ্জুর হইলে সেক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে আপীলের বিধান রহিয়াছে। অধিকন্তু পুনঃগ্রহণের আবেদনটি দাখিলের দীর্ঘ সূত্রিতা তথা

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
চার টাকা

তামাদির বর্ণনা আপীলকারী-আবেদনকারীপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায় যে, আপীলকারী পক্ষের পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আইনজীবী অনাপত্তি পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং বর্তমান বিজ্ঞ আইনজীবী নতুন ওকালতনামা দাখিল করিয়াছেন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক বিলম্বে দরখাস্ত দাখিলের মাশুল আপীলকারী ভোগ করা সমীচীন নয় যাহা প্রতিষ্ঠিত ও মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। সার্বিক বিবেচনায়, তামাদি মওকুফপূর্বক আপীলটি পুনঃশুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে বলিয়া আমাদের অভিমত।

অতএব, ফলাফল আপীলটি পুনঃগ্রহণের নিমিত্তে দরখাস্ত দায়েরের ক্ষেত্রে ২০২৭ দিনের তামাদি মওকুফপূর্বক পুনঃ গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর (এ্যালাউড) করা হইল। ইতঃপূর্বে প্রদত্ত খারিজের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক বাতিল করা হইল।

এবং

৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীলটি গ্রহণের নিমিত্তে উপযুক্ত বেঞ্চে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করা হইল।

এবং

আইনের বিধান অনুযায়ী এত বিলম্বিত দরখাস্ত মওকুফের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক খরচা দেওয়ার বিধান থাকিলেও যেহেতু আপীলকারী-

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

চার টাকা

দরখাস্তকারী সরকারী সংস্থা সেহেতু বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রার্থনা অনুসারে খরচা আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল না।

শেখ জা, হোসেন

(বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন)

বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকা,

আমি একমত।

Aynun Nahar Siddiqua

বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকা

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
চার টাকা

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION

(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)

Dated: The 02th day of December, 2024

Present:

Mr. Justice Sheikh Md. Zakir Hossain

And

Ms. Justice Aynun Nahar Siddiqua

F. M.A. No. 111 of 2025

(Arising out of F.M.A.T. No. 506 of 2012:

Application for injunction Being aggrieved by and dissatisfied with the Judgment and order dated 06.11.2011 passed by the learned Judge, Artha Rin Adalat No. 4, Dhaka in Miscellaneous Case No. 25 of 2010 (previously Miscellaneous Case No. 03 of 2008 in Artha Rin Adalat No. 2, Dhaka) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 arising out of Artha Jari Case No. 150 of 2006 corresponding to Artha Rin Suit No. 11 of 2005.

And

In the matter of:

The Chairman, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) 137-138, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000.

...............Appellant.

-Versus-

Rupali Bank PLC, represented by its Managing Director and others.

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

................Respondents

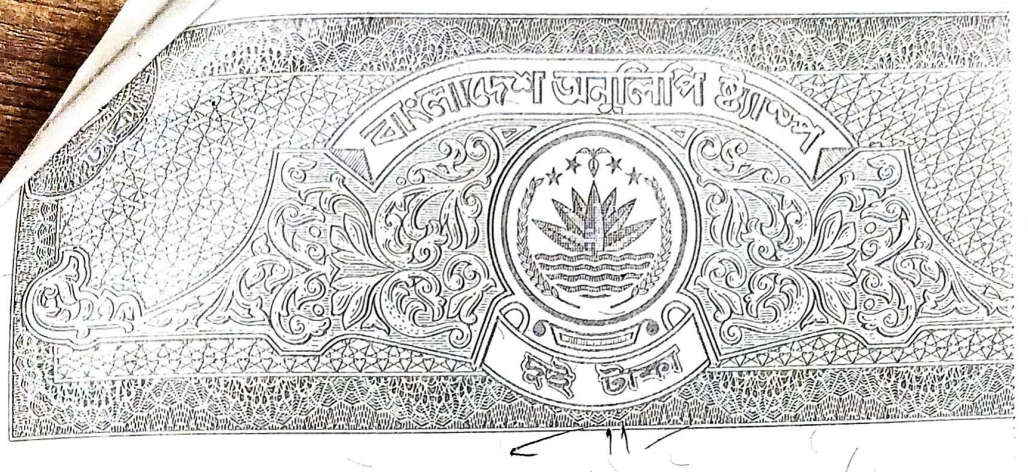

জনাব, এ এস এম আব্দুর রাজ্জাক, বিজ্ঞ আইনজীবী

.....আপীলকারী আবেদনকারী পক্ষে

আদেশ

০২.১২.২০২৪

আপীল শুনানীর জন্য গৃহীত হইল। নিম্ম আদালতের নথি তলব দেওয়া ইউক। বিজ্ঞ আইনজীবী একখানা দরখাস্ত দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তি দরখাস্ত কারীপক্ষে ভোগ দখলে আছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ কর্তৃক যেকোন সময় বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে বিধায় নালিশী সম্পত্তির অবস্থান ও দখলের ক্ষেত্রে স্থিতিবস্থার আদেশের প্রার্থনা করেন।

আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদন পর্যলোচনাপূর্বক মূল্যায়ন করিলাম যাহা বিবেচনায়যোগ্য আপীলটি বিচারাধীন থাকার অবস্থায় নালিশী সম্পত্তির অবস্থান ও দখলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে স্থিতিবস্থা (স্ট্যাটাসকো) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

শেখ জা, হোসেন
(বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন)
Aynun Nahar Siddiqua
(বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকা)

Type by: Shakib Hasan-22.05.2025
Read by:
Exd. by

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি

সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৭২ ইং সনের ১নং আইনের)
৭৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"